যুগান্তর
তারিখ AUG 03 2006
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৮

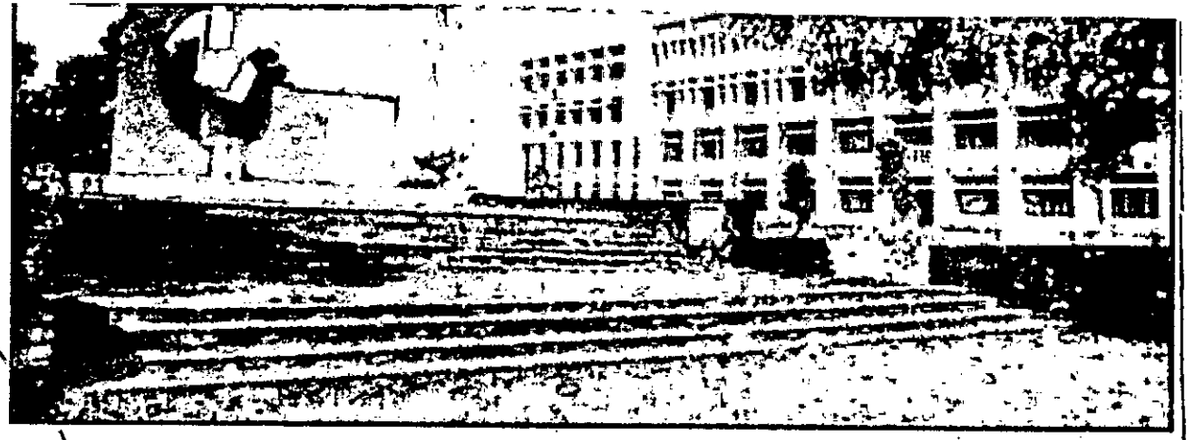

১৮

খোঁজখবর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

মকবুল হোসেন মিন্টু

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একমাত্র সেশনজট ও ছাত্র-রাজনীতিমুক্ত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এখন নানা সমস্যায় জর্জরিত। উদ্ভূত সমস্যা, সঙ্কট ও নানা জটিলতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে জড়িয়ে আছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের আপামর জনগণের নিরলস প্রচেষ্টা ও দীর্ঘদিনের আন্দোলন। অবশেষে ১৯৮৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর গল্লামারীর মাটিতে সাবেক বেতার কেন্দ্রের জায়গায় স্থাপিত হয় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় নামফলক এবং ১৯৮৭ সালের ৪ জানুয়ারি এক সরকারি আদেশে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের কাজ শুরু হয় এবং ১৯৯১ সালের ২৫ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম।

খুলনা মহানগরীর মূল কেন্দ্র থেকে ৪ কিলোমিটার পশ্চিমে খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের পাশে বটিয়াঘাটা উপজেলার অধীনে প্রায় ১০৩ একর জমিতে ৮০ জন ছাত্রছাত্রী ও ৪টি ডিসিপ্লিন নিয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পথচলা শুরু হয়। বর্তমানে এ ক্যাম্পাসের আয়তন ১৪৫ একর। বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি একাডেমিক ভবন, তিনটি আবাসিক হল, দুটি প্রশাসনিক ভবন, একটি মেডিকেল সেন্টার, একটি ক্যাফেটেরিয়া, একটি মসজিদ এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য রয়েছে ৫টি আবাসিক ভবন ও একটি উপাচার্য বাংলো। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৫৭ জন শিক্ষক, ১২৭ জন কর্মকর্তা, ১৪৭ জন কর্মচারী এবং ৩৬ জন বিদেশিসহ ৪ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী রয়েছে।

বর্তমানে এখানে ৫টি স্কুলের অধীনে ১৬টি ডিসিপ্লিনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে লেখাপড়া করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে খোলা হয়েছে বেশকিছু যুগোপযোগী বিষয়। বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিদ্যা স্কুলের অধীনে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও কৌশল, ইলেকট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, স্থাপত্য, স্থাপত্য ও নগর এবং গ্রামীণ পরিকল্পনা ডিসিপ্লিন, জীব বিজ্ঞান স্কুলের অধীনে এগ্রো টেকনোলজি, বায়ো টেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিশারিজ এন্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, ফার্মেসি এবং সয়েল সায়েন্স ডিসিপ্লিন, কলা ও মানবিক স্কুলের অধীনে ইংরেজি ডিসিপ্লিন এবং সমাজ বিজ্ঞান স্কুলের অধীনে অর্থনীতি ও সামাজিক বিজ্ঞান ডিসিপ্লিন এবং ব্যবসায় প্রশাসন স্কুলে বিবিএ ডিসিপ্লিন চালু রয়েছে। এছাড়াও এমবিএ, এক্সিকিউটিভ এমবিএ, এমফিল, পিএইচডি, পিজিডিআইটি কোর্স, মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টারের অধীনে ইংরেজি, জাপানি ও ফার্সি ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু রয়েছে।

শুধু লেখাপড়াই নয়, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গবেষণার জন্য এখানে খোলা হয়েছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সেল। বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০০২ সালে ২৫ বছরের একটি একাডেমিক মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার আওতায় ২০২৭ সাল পর্যন্ত অত্যাধুনিক ও যুগোপযোগী ৪৮টি ডিসিপ্লিন, ৫টি ইন্সটিটিউট ও ৩টি গবেষণা সেল চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

কিন্তু...

আবাসন: ১৬টি ডিসিপ্লিনের প্রায় ৪ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য আছে মাত্র ৩টি আবাসিক হল। ২টি ছাত্রদের এবং ১টি ছাত্রীদের। ২টি ছাত্র হলে প্রায় ৭০০ এবং ছাত্রী হলে প্রায় ২৫০ জন অবস্থান করছে, যা মোট ছাত্রছাত্রীর ২৭ শতাংশ। অনাবাসিক ৭৩ শতাংশ ছাত্রছাত্রী নিয়মিত আবাসিক হলের চার্জ পরিশোধ করলেও তারা থাকছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২-৩ কিলোমিটার দূরে নিরালা, নাজিরঘাট, আলকাতরা মিল, সোনাডাঙ্গা, গল্লামারী—এসব এলাকায়। হলের পাশে বদ্ধ ডোবা থাকায় এখানে প্রচণ্ড মশা ও সাপের উপদ্রব। খানজাহান আলী হলের নিচতলার অধিকাংশ বাথরুমের দরজা ভাঙা।

খাদ্য সমস্যা: হলগুলোতে খাবারের মানও খুব খারাপ। ছাত্র-ছাত্রীরা হলের বাইরে ছোট ছোট দোকানে এসে খাবার খায়।

পরিবহন: প্রায় ৪ হাজার ছাত্রছাত্রীর জন্য আছে মাত্র ৪টি নিয়মিত ও ১টি বিআরটিসি ডাবল ডেকার বাস। এই ৫টি বাসে ধারণক্ষমতা প্রায় ৪০০। এতেই গাদাগাদি করে এবং ঝুঁকি নিয়ে ঝুলতে ঝুলতে পালাক্রমে যাতায়াত করছে অনাবাসিক ৩ হাজার ছাত্রছাত্রী।

লাইব্রেরি: এখনও পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি হয়নি কোনও পৃথক লাইব্রেরি ভবন। প্রথম একাডেমিক বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার কিছু অংশ নিয়ে লাইব্রেরি থাকলেও পর্যাপ্ত বই নেই। চলতি সংখ্যার কোনও ম্যাগাজিন পাওয়া যায় না। লাইব্রেরি ভবনের জন্য মৃত শার্গী ইসলামের নামে এক কোটি টাকা আর্থিক অনুদান পাওয়া গেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

ক্লাস রুম: ১৬টি ডিসিপ্লিনের জন্য বর্তমানে পর্যাপ্ত ক্লাস রুম নেই। বড় রুমকে ভাগ ভাগ করে ফ্লোরের ফাঁকা অংশে থাই গ্লাস লাগিয়ে নতুন রুম তৈরি করে ক্লাস চালানো হচ্ছে। কোনও কোনও ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের নির্দিষ্ট ক্লাস রুম নেই। তারা যেখানে ফাঁকা পায় সেখানেই ক্লাস করে। সমাজবিজ্ঞান স্কুলের শিক্ষার্থীদের স্থায়ী কোনও ক্লাস রুম নেই।

চিকিৎসা: বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে দিনের বেলা চিকিৎসক থাকলেও প্যারাসিটামল, ডাইক্লোফেন, এন্টাসিড ইত্যাদি ছাড়া আর কোনও ওষুধ পাওয়া যায় না।

শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণ: অধিকাংশ ডিসিপ্লিনেই শিক্ষক সঙ্কট। একজন শিক্ষককে গড়ে সপ্তাহে ২০-২৫টা ক্লাস নিতে হয়। এছাড়াও অনেকেরই রয়েছে অতিরিক্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৬টি ডিসিপ্লিনে মোট শিক্ষক আছেন ২৫৪ জন, এর মধ্যে ৭৮ জন আছেন শিক্ষা ও অন্যান্য ছুটিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইলেকট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজির মতো ডিসিপ্লিন থাকার পর কোনও ইন্টারনেট ব্যবস্থা নেই। ইসিই এবং সিএসসি ডিসিপ্লিনের ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেছে, তাদের শিক্ষকরা ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর ঢাকার কোনও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা সুবিধাজনক কোনও প্রতিষ্ঠানে ভালো চাকরি নিয়ে চলে যান।

বিনোদন: বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনোদন সমস্যাও প্রকট। ২-৩টি সাংস্কৃতিক সংগঠন থাকলেও তাদের কর্মকাণ্ড সীমিত। বিশেষ বিশেষ দিন ছাড়া তারা কোনও অনুষ্ঠান আয়োজন করে না। একাডেমিক বিল্ডিংয়ের মিলনায়তনে এর আসন সংখ্যা মাত্র ৩০০। কোনও উন্মুক্ত মঞ্চ/নাট্যমঞ্চ নেই।

এবং...

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি বন্ধ থাকার কথা। অথচ, শিক্ষকদের মধ্যেই আছে লাল-নীল-সাদা ইত্যাদি দল। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক একজন অধ্যাপক বলেন, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে দুর্নীতি, শিক্ষকদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল বরাবরই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে আসছে। ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনের দুর্নীতির কারণে আজও পূর্ণতা পায়নি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারটি।

অথচ সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তা দূরীকরণে যথাযথ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বিশ্ববিদ্যালয়টি হতে পারে একটি সম্ভাবনাময়, ব্যতিক্রমী ও অনুকরণীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি বন্ধ থাকার কথা। অথচ, শিক্ষকদের মধ্যেই আছে লাল-নীল-সাদা ইত্যাদি দল। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক একজন অধ্যাপক বলেন, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে দুর্নীতি, শিক্ষকদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল বরাবরই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে আসছে। ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনের দুর্নীতির কারণে আজও পূর্ণতা পায়নি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারটি।